ঘাটাল লোকসভায় আনিসুরকে বিজেপির প্রার্থী করা নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। ইতিমধ্যেই রাজ্যে প্রচার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে গেরুয়া শিবির। কিছুদিন আগেই দফায় দফায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাজ্য সফরে আসতে দেখা গিয়েছে। এমনকী পুজোর পরেও ফেল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য সফরে আসবেন বলে দাবি করেছে বিজেপি। তবে আগামী ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে ২২টি আসনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়েছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি অমিত শাহ। সেই লক্ষ্যে তারা প্রচারে মন দিয়েছে। ইতিমধ্যেই গত চার বছরের মোদী সরকারের কাজের খতিয়ান বিভিন্ন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষদের হাতে তুলে দিচ্ছেন সেই রাজ্যের দায়িত্বে থাকা বিজেপি নেতৃত্ব। এমনকী লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের কয়েকটি নয়া প্রকল্পের ঘোষণা করেছে নরেন্দ্র মোদী। মোদী সরকারের প্রকল্পগুলিকে রাজ্যে বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে গেরুয়া শিবির। তবে সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, কলকাতা এবং জেলার দুটি আসনের সম্ভাব্য বিজেপি প্রার্থীর নাম নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির কিষাণ মোর্চার জাতীয় যুগ্ম আহ্বায়ক ও যুব নেতা বাবান ঘোষকে প্রার্থী করার চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। কেননা যাদবপুরের মতন লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির তরফে পদ্ম ফুল ফোটানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র যে কারণে বাবান ঘোষকে এই কেন্দ্রে প্রার্থী করার জল্পনা শোনা যাচ্ছে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে। আবার ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির যুব নেতা আনিসুর রহমানকে প্রার্থী করার জোর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। বিজেপির অন্দরে আনিসুর রহমানকে ঘিরে বিজেপি নেতৃত্বের আশা রয়েছে। কারণ, বর্তমান সময়ে বিজেপির পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছে আনিসুর। যে কারণে লোকসভা নির্বাচনে ঘাটালের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র থেকে আনিসুর রহমানকে প্রার্থী করার চিন্তাভাবনা করেছে বিজেপি।

তবে সূত্রের খবর, বিজেপি এবার নতুন মুখ তুলে নিয়ে বাংলায় শাসকদল তথা তৃণমূলের সাথে জোর টক্কর দিতে তৈরি হচ্ছে। মূলত মেদিনীপুরে বিজেপির নতুন মুখ ও পাঁশকুড়া পুরসভার পুরপ্রধান হিসাবে কাজ করেছেন আনিসুর রহমান। এদিকে তৃণমূল থেকে দল পরিত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বাবান ঘোষ। বাবান মূলত তৃণমূলের ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। এছাড়া দক্ষিণ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নেতা থাকার সুবাদে তিনি কাজ করেছেন। যাদবপুরে তাঁকে প্রার্থী হিসাবে দিলে কঠোর টক্কর হবে বলে মনে করছে বিজেপি। আর ঘাটালে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী-সহ পুরো অধিকারী পরিবারকে কিভাবে বিপাকে ফেলতে পারে সেই দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। কারণ তৃণমূলে থাকাকালীন তৎকালীন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একমাত্র নেতা আনিসুর রহমান, যিনি দুর্নীতি ও দলতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেছিলেন। আর এইজন্য তাঁকে তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব দল থেকে বহিষ্কার করেছিল। এমনকী তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা করেও তৃণমূল পুলিশকে দিয়ে তাঁকে ফাঁসিয়ে দেয়। তৃণমূল সূত্রে খবর, এবার অভিনেতা দেব (দীপক অধিকারী) ভোটের ময়দানে লড়াই করবেন না। তাই চাপ তৈরির নয়া কৌশল তৈরি করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি। কয়েকমাস আগে মুকুল রায় ও কৈলাস বিজয়বর্গীর হাত ধরে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং-এ বিজেপিতে যোগদান করেন আনিসুর। তারপর থেকে আনিসুরের নেতৃত্বে দুই মেদিনীপুরের বহু মানুষ বিজেপিতে যোগদান করেন।

রাজ্য বিজেপির এক শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্বের কথায়, আনিসুর রহমানকে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্র থেকে টিকিট দেওয়া হলে একদিকে যেমন তৃণমূলের সংখ্যালঘুর ভোটব্যাঙ্ক বিজেপির ঝুলিতে আসবে। আবার অন্যদিকে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো প্রচার করে সাধারণ মানুষের সমর্থন পাবে বিজেপি। বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে কাকে প্রার্থী করে তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। কিন্তু লোকসভা ভোটে কাকে রাজ্য বিজেপি টিকিট দেয় সেই দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল তথা বিশেষজ্ঞরা।

রাজ্য সরকার পক্ষ থেকে কন্টাই সুপারস্টার ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্তের হাতে দুর্গাপুজোর ১০ হাজার টাকা অনুদানের চেক তুলে দিচ্ছেন কাঁথি থানার আইসি সুনয়ন বসু।

লেখক-শিল্পী সমন্বয় মঞ্চের প্রাক্ শারদীয় আড্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও মেদিনীপুরের লেখক-শিল্পী সমন্বয় মঞ্চের উদ্যোগে এবং 'পথ রাঙামাটি' পত্রিকার সহযোগিতায় প্রাক্ শারদীয় আড্ডা অনুষ্ঠিত হল ফিল্ম সোসাইটি হলে। মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মেদিনীপুরের 'আলোকিতা'র সদস্যারা। সারাদিনের আড্ডা জমল গানে, কবিতায় আর সাহিত্য আলোচনায়। গানে গানে আসর জমালেন ইন্দ্রজিৎ দত্ত, অর্ণব সেন, অনিরুদ্ধ পালধি-সহ অন্যান্যরা। সঙ্গীত ও নৃত্যে আড্ডাকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিলেন সুজাতা কয়াল-সহ ফিনিক্স টিমের অনন্যা, সুমেধা, শৌভিকরা। ঝাড়গ্রাম থেকে আসা মিরাক্কেলখ্যাত কৌতুকশিল্পী দেবাশিষ দন্ডের কৌতুকে আপ্লুত হলেন উপস্থিত সংস্কৃতি জগতের মানুষজন-সহ শ্রোতারা। মেদিনীপুর শহর ছাড়াও কবিরা এসেছিলেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এদিনই সাহিত্যিক গোপেশ রায় ও সিদ্ধার্থ রায়ের হাত ধরে প্রকাশিত হল অমিত পন্ডিত সম্পাদিক 'একুশে ভাবনা'-র শারদ সংখ্যা। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন অভিনন্দন মুখোপাধ্যায়, সন্তু জানা, বরুণ বিশ্বাস, অচিন্ত্য নন্দী, জয়া মুখার্জী, অরুণ দাস-সহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে দেখানো হয় পার্থসারথী শ্যাম ও নিসর্গ নির্যাস মাহাতো শর্ট ফিল্ম যথাক্রমে 'বদ্ধভূমি' ও 'বিপ্লব'। পাশাপাশি মৃণাল মাহাতোর 'জাওয়া গীত' শিরোনামে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। গোটা অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে সঞ্চালনা করেন অমিত পণ্ডিত ও বৃষ্টি মুখার্জী।

সুমন কুমার সাহু'র কবিতার বই-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ হলদিয়ার মৎস্য আধিকারিক সুমন কুমার সাহু'র কবিতার বইয়ের 'মেঘলা প্রেমে বৃষ্টি' উদ্বোধন হল হলদিয়া পৌরসভার প্রেস ক্লাবে হলদিয়া সাহিত্য সংসদের আয়োজনে 'মহালয়ার আড্ডায়'। বৃষ্টি, বর্ষা নিয়ে লেখা পান্ডুলিপি থেকে ১২টি কবিতা 'মেঘলা প্রেমে বৃষ্টি' কবিতার পকেট বুকে স্থান পেয়েছে। কবিতার শিরোনামগুলো হল—'বৃষ্টি ভেজা মন', 'জীবন সংগ্রাম', 'একলা মনে', 'বৃষ্টি', 'সুখ-দুখ', 'ইচ্ছে', 'রোজ-নামচা', 'কবিতার মাঝে', 'অপেক্ষা মেঘে', 'অবেলা বৃষ্টি', 'বৃষ্টি ভেজা নারী', 'বসন্তের মেঘ'। প্রতিটি কবিতাই অনবদ্য। বার্ণিক প্রকাশনি থেকে প্রকাশিত সুমন কুমার সাহু-র বর্ষা সিরিজের বই 'মেঘলা প্রেমে বৃষ্টি' পাওয়া যাচ্ছে অনলাইন সাইট 'শপ বাজার ডট কম'-এ। এছাড়া কলেজস্ট্রিটের ধ্যানবিন্দু, শান্তিনিকেতনের বইওয়ালা, বর্ধমানের নবনী বুক স্টলে পাওয়া যাচ্ছে। সুমন কুমার সাহু পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কাঁথি মডেল স্কুলে পড়াশোনা। স্কুলজীবনের পরে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিশারি প্যাথলজি ও মাইক্রোবায়োলজি থেকে মাস্টার ডিগ্রি করে বর্তমানে রাজ্য মৎস্য দপ্তরে ব্লক আধিকারিক হিসাবে কর্মরত। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি করেন তিনি। নিজের পেশার পাশাপাশি নিজেকে কবি, প্রাবন্ধিক, লেখক ও আবৃত্তিকার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রকৃতি, বৃষ্টি, মেঘ এবং মানুষ—এই নিয়ে সুন্দর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন কবিতাগুলোয়। কখন গভীর প্রেমে লিখেছেন, 'বৃষ্টি ভেজা মন যে আমার শুধু তোমাকেই চায়/থমকে দাঁড়ায় জীবন পথে কখন বৃষ্টি থেমে যায়'। আবার সুখ-দুখ কবিতায় অদ্ভুতভাবে জীবনের দুই দিক ফুটিয়ে তুলেছেন, লিখছেন তিনি, 'একদিকে তুমি বৃষ্টি দেখো, একদিকে তুমি কান্না/একদিকে তুমি কবিতায় মাতো, একদিকে ভাঙা রান্না'। কবিতা রচনায় শব্দ ও ভাষার ব্যবহারে তিনি কবিতার নিজস্ব একটি ধরণ নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। তার কবিতার আলোচকগণ প্রায় সকলেই এই মন্তব্য মেনে নেন। দুর্বোধ্য নয় অথচ গভীর ব্যঞ্জনাময়, এটি হচ্ছে তার কবিতার সবচেয়ে বড় দিক। কবিতায় সুমন লিখেছেন, 'আমার বুকের মাঝে আকাশ, মেঘ জমেছে চোখে/হৃদয় কুঠির ভালবাসার, ছাউনি খোঁজে মনে। আজ এ বসন্তে মেঘ করেছে ঘিরে/জানিনা কখন বর্ষা আসবে নেবে!'

গাড়িতে এলইডি লাইটের ব্যবহার, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ হেলমেট না পরে কিংবা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর প্রবণতা রোধের মতো বাইক থেকে টোটো সহ সমস্ত ছোট বড় গাড়িতে এল.ই.ডি লাইটের ব্যবহার রোধে প্রশাসন আর কড়া হোক সেই দাবি উঠতে শুরু করেছে। কারণ ব্যবহার না করার নির্দেশিকা আছে। কঠিন শাস্তির হুশিয়ারিও আছে। তবু সাম্প্রতিক সময়ে বাইক থেকে টোটো-সহ সমস্ত ছোট-বড় গাড়িতে এল.ই.ডি লাইটের ব্যবহার বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। আর সন্ধ্যা হলেই এই সকল গাড়ির লাইটের কারণে পথচারিদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অভিযোগ প্রশাসনের নাকের ডগাতেই এলইডি লাইট লাগানো গাড়িগুলি পথচারীদের চোখ ধাঁধিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে। এলইডি লাইটের অত্যাচারের নিত্যদিনের শিকার সাধারণ পথচারীরা জানিয়েছেন, গাড়ির দিকে চোখ পড়লেই সামনে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। ফলে হাজার ব্যস্ততা থাকলেও বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। না হলে দুর্ঘটনার মুখে পড়া স্বাভাবিক ঘটনা। তাছাড়া এই ধরণের লাইট স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর। এই লাইটে অ্যালুমিনিয়াম গ্যালিয়াম আর্সেনাইড নামক একধরণের ক্ষতিকর টক্সিন আছে। যা ভয়ানক ক্ষতিকর। তবে রাস্তাঘাটে তাৎক্ষণিকভাবে বহু অ্যাক্সিডেন্ট এই আলোর ফলে ঘটে। সবই ঘটে প্রশাসনের চোখের সামনে। প্রশাসন যদি শক্ত হাতে এই লাইট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ না করে, তাহলে এর ব্যবহার আরও বাড়তে থাকবে বলছেন ভুক্তভোগীরা। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আসন্ন উৎসব মরসুমের আগে এই বিষয়ে প্রশাসন কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে রাস্তায় না নামলে দুর্ঘটনার পরিমান বাড়বে।

পুজো উদ্বোধনে এসে সচেতনতার প্রচার দেবের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দাসপুর ঃ হেলমেট পরেও হিরো হওয়া যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ২ ব্লকের খেপুতে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে এসে এভাবেই নিজের ভাষণের মাধ্যমে পথ নিরাপত্তায় রাজ্য সরকারের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রকল্পের প্রচার চালালেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেব। শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি সাংসদ দেব বলেন, হেলমেট না পরে গাড়ি চালানোটা হিরোর কাজ নয়। তাই বাইক চালানোর সময় হেলমেট পরবেন এবং পিছনের লোককেও হেলমেট পরাবেন। রেস ড্রাইভিং না করার কথাও বলেন তিনি। দাসপুর ২ ব্লকের খেপুত উত্তরবাড় পুজো উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিনিধি অলোক আচার্য, জেলাপরিষদ সদস্য তপন দত্ত, সৌমিত্র সিংহ রায় প্রমুখ। এরপর ঘাটাল ব্লকের হরিদাসপুরেও একটি দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন দেব। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি দিলীপ মাজি, অজবনগর ১ গ্রাম প্রধান রাজকুমার ঘোষ প্রমুখ। সাংসদ বলেন, ধর্ম ব্যক্তিগত, উৎসব সবার জন্য। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, জৈন একসাথে উৎসব পালন করে তাই পুজোতে এমন কিছু না হয় যাতে ধর্ম নিয়ে টানাটানি হয়। পুজোটা প্রত্যেকের তাই সবাই মিলে আনন্দ উপভোগ করার কথা বলেন সাংসদ ও অভিনেতা দেব।

ফুটোস্কোপ সংস্থার আশ্বিনাবাহন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ 'আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি 'ফুটোস্কোপ' দিয়ে/দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।'—সুকুমার রায়ের আবোল-তাবলের এই লাইনকে তাদের পাথেয় করে, জ্ঞানপিপাসু মানুষের মধ্যে জ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটিয়ে এগিয়ে চলেছে মেদিনীপুরের অন্যতম ক্যুইজ সংস্থা ফুটোস্কোপ। শুধু ক্যুইজ নয়, সংস্কৃতিচর্চায়ও নিজেদের মেলে ধরার চেষ্টা করছে ফুটোস্কোপ। এই সংস্কৃতিচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে শারদ উৎসবের প্রাক্ মুহূর্তে ফুটোস্কোপ ফাউন্ডেশনে উদ্যোগে মঙ্গলবার রবীন্দ্র নিলয়ে অনুষ্ঠিত হল মাতৃবন্দনা 'আশ্বিনাবাহন'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ মণিমোহন মন্ডল, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী চপল ভট্টাচার্য, সাউরি দি ভোলানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমরকৃষ্ণ রায়, ঝেঁতলা শশীভূষণ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারায়ণ প্রসাদ চৌধুরী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছাবার্তা প্রেরণ করেন ডিরেক্টর অফ মাইনোরিটি এফেয়ার্স মহম্মদ ঈশরার, সংস্থার পৃষ্ঠপোষক মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক মধুসূদন গাঁতাইত ও দীপঙ্কর ষন্নিগ্রাহী এবং ফুটোস্কোপের সম্পাদক অর্ণব রায়। নৃত্য, সঙ্গীত ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্থানীয় বিশিষ্ট শিল্পীবর্গের উপস্থিতি ও ফুটোস্কোপের নিজস্ব নৃত্য শিক্ষণ কেন্দ্র ফুটোস্কোপ ড্যান্স একাডেমীর শিল্পীরা দর্শকদের উপহার দিলেন মনমুগ্ধকর অনুষ্ঠান। ফুটোস্কোপের মুখ্য কার্যনির্বাহক সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং পাশে থাকার আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫০ বছরে পা মহিষাদল রাজবাড়ির পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, মহিষাদল ঃ নেই অস্ত্রের ঝনঝনানি, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। রাজত্ব থাকলেও রাজ বৈভব আজ অনেকটাই বিলীন। তবুও রীতিনীতি মেনে আজও ২৫০ বছরের মহিষাদল রাজবাড়ির দুর্গাপুজো তার আপন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ১৭৭৬ সালে রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়ের ধর্মপরায়ণা স্ত্রী রানী জানকী রাজবাড়িতে দুর্গাপুজো প্রচলন শুরু করেন। সেই থেকেই পুজো হয়ে আসছে কিন্তু পরে রানী ইন্দ্রাণী আটচালার দুর্গামন্ডপ তৈরি করেন। এখানে প্রতিপদ থেকেই ঘট তুলে পুজো শুরু হয়ে যায়। পরিবারের প্রবীণ ও নবীন সদস্যদের বলেন, আগে জাঁকজমক করে হত পুজো, মাঝে কয়েক বছর কিছুটা পুজোর আমেজ ম্লান হলেও এখন কিন্তু আবার সেই জাঁকজমক ফিরে এসেছে। মহালয়ার পরেই প্রতিপদে ঘট তুলে এখানে পুজো শুরু হয়। যে দিন যে তিথি তত মন চালের ভোগ হত যেমন প্রতিপদ

তিথিতে এক মন। দ্বিতীয়াতে দু মন থেকে শুরু করে দশমীতে দশ মন চালের ভোগ হত এখন তা আর হয় না কিন্তু ভোগ হয়। এই রাজপরিবারের কুলদেবতা যেহেতু গোপালজিউ সেহেতু এখানে বৈষ্ণব মতে পুজো হয়। আগে সন্ধিপুজোতে কামান দাগা হত কিন্তু সরকারের শব্দদূষণের নিষেধাজ্ঞার জন্য তা আজ আর হয় না। পুজোর কটা দিন রাজপরিবারের রাজ অস্ত্র তলোয়ার দেবী দুর্গার পায়ে রাখা থাকে অর্থাৎ এই সময় যুদ্ধ নয় শান্তির বাতাবরণ যাতে থাকে সেই জন্য। আগে চার দিন ধরে আটচালায় হত যাত্রা, শাস্ত্রীয় সংগীত, পালাগান। এখন আর যাত্রা হয় না তবে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রাজপরিবার। পরিবারের মহিলা সদস্যরা আগে চিকের আড়ালে থেকেই অনুষ্ঠান দেখতো এখনও সেই রীতি চলে আসছে। দশমীর দিন মায়ের কনকাঞ্জলি দেন রাজপরিবারের মহিলা সদস্যরা। আগে এখানে সিঁদুর খেলা হত না কিন্তু এখন হয় তবে সেটাও পর্দার আড়ালে। আগে নৌকায় করে শোভাযাত্রা সহকারে হিজলী টাইডাল ক্যানেল ধরে গিয়ে রূপনারায়ণ নদীতে বিসর্জন দেওয়া হত এখন তা আর হয় না। দুর্গামন্ডপের পাশেই ভবানী দিঘীতেই এখন বিসর্জন দেওয়া হয়। তবে এই রাজপরিবারের সদস্যরা এখন ব্যবসার সূত্রে কলকাতায় থাকেন। কিন্তু পুজোর চারটা দিন এই মহিষাদলের বাড়িতে এসে জড়ো হন সবাই। খাওয়া-দাওয়া, জমিয়ে আড্ডা, দুর্গামন্ডপে সময় কাটানো। থিমের রেষারেষির কলকাতা ছেড়ে প্রায় ১০০ কিমি দূরে মহিষাদলে তাঁদের রাজত্বে এসে পুজোয় মেতে ওঠা এক অন্য আনন্দ দেয় বলে জানান পরিবারের সদস্যরা।

CONTAI
PUBLIC SCHOOL
(Affiliated to the C.I.S.C.E., New Delhi)
Ranked No. 2 among Day cum Boarding Schools
of West Bengal by Education World
ADMISSIONS OPEN
for the session 2019-20
for Nursery (Age-2.8 years) &
Preparatory I (Age-3.8 years)
Admission from Preparatory II onwards
will be taken as per availability of seats
Prospectus & Form available on payment
of Rs.500/- from School Office

Dakshin Gopinathpur, Junput Road, P.O.- Contai,
Purba Medinipur, Pin-721402
Contact: 03220-258953/254441/254442, 8170061140
www.contaipublicschool.com
E-mail : cps953@gmail.com